কালের কণ্ঠ
৩০/০৭-০৪-৯০

ড. এম আজিজুর রহমান ▶

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টনের অভাব ও দারিদ্র্য

একটি দেশ, জাতি ও সমাজ বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার ব্যক্তি, মানুষ ও পরিবার নিয়ে গঠিত। সমাজের সবাই দরিদ্র নয়। উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধী। আবার বৈষম্যজনিত কারণেও মানুষ গরিব হয়। যেমন পুরুষের তুলনায় মেয়েরা বেশি গরিব। সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যেমন–আদিবাসী, উপজাতি, অবাঙালি, ভূমিহীন, কৃষককুল, শ্রমজীবী, গ্রামীণ ও ধর্মীয় মৌলবাদী গ্রুপ, নারীপ্রধান পরিবার, যৌতুক নামের অপসংস্কৃতিতে আক্রান্ত নারীগোষ্ঠীর মা-বাবা, সন্তানাদি মানুষ করতে শুধু মাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় এমন পরিবার তুলনামূলক বেশি দরিদ্র। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত সন্তানাদি তুলনামূলক বেশি করে দারিদ্র্যের শিকার। উন্নয়নশীল দেশে কর্ম ও আত্মকর্মসংস্থানের অভাব, নিয়োগ ও চাকরির অপ্রতুলতা, শিক্ষার অভাব ও অদক্ষতা, শিশুশ্রমের প্রবণতাসহ বিভিন্ন ধরনের অপ্রত্যাশিত সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ফলই দারিদ্র্য। মানবসমাজের আয়ের প্রধান উৎস দুটি–যেমন শ্রম, মজুরি, বেতন-ভাতাজনিত আয় এবং সম্পত্তি আয়। আয়ের অসম বণ্টন সাপেক্ষে বেতন-ভাতার তুলনায় ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত অসম সম্পদ এবং আয়ের উৎস হিসেবে সম্পদজনিত আয় এবং সম্পদ আয়ের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্যের জন্য বেশি করে দায়ী। মজুরি ও বেতন-ভাতাজনিত অসম আয়ের কারণগুলো এরূপ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও উপার্জনক্ষমতা সবারই সমান নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ ও কাজের প্রবণতার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। কেউ অনেক সময় ধরে কাজ করতে পারে, কেউ অপেক্ষাকৃত কম শ্রম দেয়। পেশাগতভাবেও মানুষ ও পরিবারের ভেতরে আয়-উন্নতির যথেষ্ট পার্থক্য হয়। ভালো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অনেকে ভালো বেতনে ভালো চাকরি করে। অদক্ষ লোকরা কম বেতনে যেকোনো ধরনের নিয়োগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি, মানসিক সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, মনোবল ও মনোবল হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানবিক সম্পদ ইত্যাদি কারণে মানুষে মানুষে এবং এক পরিবারের তুলনায় আরেক পরিবারের উপার্জনক্ষমতা, আয় ও উন্নতির পার্থক্য হয়। আবার অসম আয়-উন্নতি ও দারিদ্র্যের আরো যেসব কারণ থাকে তা হলো সামাজিক বৈষম্য, চৌকস ও নৈপুণ্য-সংশ্লিষ্ট পারিবারিক ইতিহাস, পারিবারিকভাবে যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। পারিবারিক সচ্ছলতার কারণে জীবনে প্রতিটি স্তরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সামাজিক পরিবেশে সন্তানাদি বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আবার দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার ও সমাজের মানুষকে যেসব সমস্যায় ভুগতে হয় তা হলো জনাধিক্য সমস্যা, পুষ্টিহীনতা, স্কুল থেকে ঝরে পড়া ইত্যাদি। চাকরিজীবনেও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের অফিস, বহুজাতিক অফিস, একেক জায়গায় একেক ধরনের বেতন-ভাতা ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতায় মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। একইভাবে প্রযুক্তিজ্ঞানের পার্থক্য, দেশি-বিদেশি ব্যবসায়, আন্তর্জাতিক ব্যবসায় এবং নিয়োগ-সুবিধা ইত্যাদি সংশ্লিষ্টতার কারণে অনেক আবার কম বেতনে কাজ করে।

আগেই বলা হয়েছে, সম্পত্তি আয়ের পার্থক্যহেতু মানুষে মানুষে আয়-উপার্জনের অসমতা বিদ্যমান। অসম আয়ের জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উপার্জিত আয়ের তুলনায় সম্পত্তি আয় এবং সম্পত্তি আয়ের সুযোগ-সুবিধার আধিক্য বেশি করে দায়ী। একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের লোকজনের তালিকা করলে দেখা যায়, তাদের বেশির ভাগই অধিকতর

> ওয়ারিশসূত্রে বা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ মানুষের মজুরি আয়ের অসমতা থেকেও অনেক বেশি। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও ক্ষমতা, কাজের প্রবণতা, পেশাগত পার্থক্য–সব কিছুরই প্রতিফলন হয় মানবসম্পদ ও মূলধনের পার্থক্যের কারণে। ব্যক্তিমানুষের উন্নতমানের বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের শ্রম, শ্রমিক আয় ও উন্নতি বৃদ্ধি পায়। আয়ের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য হ্রাস পায়

ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও সম্পত্তি আয়ের মালিক। সম্পত্তি আয়জনিত সৌভাগ্যবান সীমিত কিছু ব্যক্তি সাধারণ মানুষ থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক আলাদা।

চাকরিজীবীদের আয় ও উপার্জনের উৎস হলো Life cycle income savings। বেতন-ভাতা থেকে সঞ্চিত আয়-সম্পদজনিত সঞ্চিত আয়ের তুলনায় অনেক কম। তাৎপর্যপূর্ণ আয়-উন্নতি, আর্থিক সঞ্চয় ও নতুন সম্পদ সৃষ্টিকল্পে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ধনী বা সচ্ছল হওয়ার প্রধান রাস্তাটি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংশ্লিষ্ট আয়-উন্নতি এবং মুনাফা থেকে অর্জিত সঞ্চয় ও সৃষ্ট সম্পদ। তাই বলা হয়–Higher is risk, higher is the return। ভালো আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সুবিধার কারণে Real state, Stock bond ইত্যাদি সিকিউরিটি পেপারসহ অনেক ধরনের সম্পদের মালিক হতে পারা যায়। উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ লোক বা সাধারণ জনগণের এসব সম্পদজনিত আয়ের সুবিধা থাকে না।

সমাজে যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সচ্ছল ব্যক্তি তাদের বেশির ভাগই ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিক। যেমন আমেরিকায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬৭ শতাংশ ব্যক্তি বা পরিবার ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিক। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের বদৌলতে পারিবারিক সচ্ছলতার পার্থক্যহেতু সমাজের সাধারণ মানুষ বিব্রত বোধ করে। তাই বংশানুক্রমিক সুবিধাভোগ হ্রাসকরণে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন-পরিমার্জন অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও খুব জরুরি। Inheritance law প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ সরকারি মালিকানায় অর্পণ করে সম্পদজনিত আয়ের অসমতা হ্রাস করা যায়। সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে প্রচলিত Progressive tax পদ্ধতিতে Progressive income tax প্রযোজ্য।

অন্যথায় যত বেশি ইনকাম তত বেশি আয়কর। ধনীদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ আয়কর আদায় করে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা ও দারিদ্র্য বিমোচনের উত্তম পন্থা। এতে আবার অনেক ধরনের অসুবিধাও থাকে। যেমন সরকারি ট্যাক্স বিভাগে বেশি লোককে কাজ দিতে হয়। সরকারি প্রশাসনিক খরচ বেড়ে যায়। Progressive income tax পদ্ধতিতে করদাতারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারা কম কাজ করে। উপার্জন কম হয়। দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই আয়ের সুষম বণ্টনও মাত্রাতিরিক্ত হওয়া প্রত্যাশিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এক বাটি দুধ নিয়ে ১০টি বাচ্চাকে আয়ের সুষম বণ্টন পদ্ধতিতে খাওয়ানো ভালো কথা; কিন্তু ওই বাটিতে অতিরিক্ত দুধ আবার কিভাবে কোন উৎস থেকে আসবে তারও ব্যবস্থা থাকতে হবে। নবজাত শিশুদের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট পরিমাণ শিশুখাদ্য ও দুধের উৎপাদনব্যবস্থা থাকতে হবে, একইভাবে আয়ের সুষম বণ্টন দরকার। কিন্তু অতিমাত্রায় আয়কর আরোপ করে করদাতাদের নিরুৎসাহ করা এবং সামগ্রিক আয়-উন্নতির পথ নিরুৎসাহ করে আর্থিকভাবে জাতীয় ক্ষতিসাধন সমীচীন নয়।

দারিদ্র্যবিমুখ নীতিনির্ধারণ সাপেক্ষে অনেক কিছুরই দরকার, যেমন রাজনৈতিক অধিকার, ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও মানবসম্পদ অর্জন, কর্মসংস্থানের নিয়োগ সুবিধা, সমাজকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা এবং অংশগ্রহণের সহজলভ্যতা থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আয়-উন্নতি, উপার্জন ও সুখভোগ মানুষের ভেতরে সুষম বণ্টন না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনা হারাবে, সামাজিক ও আর্থিক দক্ষতা হ্রাস পাবে, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। সাধারণ মানুষের ভেতরে শিক্ষার হার বাড়লে অসমতা হ্রাস পায়। অসম মজুরি ও ভাতাদির কারণে মানুষের আয়ের অসম বণ্টন হয়। আবার শ্রমিকশ্রেণী শোষিত হলে কর্মসংস্থানে কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করে Bargaining power প্রয়োগের মাধ্যমে মজুরি ও আয়ের অসমতা কমানো যায়। আবার সামাজিকভাবে আর্থিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সৃষ্টি করে বৃদ্ধা, অবহেলিত নারী ও শিশু, প্রতিবন্ধী ও বৈষম্যপীড়িত মানুষকে অনেকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে অসম আয়ের ক্ষতিপূরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। বেকার ভাতার ব্যবস্থা করে বেকার যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা ধরে রাখা সম্ভব। ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সীমিত আকারে Progressive income tax আদায়ের মাধ্যমে আয়ের অসম বণ্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচন এমনভাবে করতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা কোনোভাবেই কর্মস্পৃহা বা উৎসাহ হারিয়ে না ফেলে। Food stamp পদ্ধতি চালু করে দরিদ্র ব্যক্তিদের খাদ্য-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি আয়কর আদায় থেকে সরকারি খরচ, সমাজকল্যাণমুখী ব্যয়, প্রত্যক্ষভাবে গরিবদের জন্য চিকিৎসা ভাতা, Transfer Payment, বিনা বেতনে শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের উন্নত জীবন-মানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ওয়ারিশসূত্রে বা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ মানুষের মজুরি আয়ের অসমতা থেকেও অনেক বেশি। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও ক্ষমতা, কাজের প্রবণতা, পেশাগত পার্থক্য–সব কিছুরই প্রতিফলন হয় মানবসম্পদ ও মূলধনের পার্থক্যের কারণে। ব্যক্তিমানুষের উন্নতমানের বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের শ্রম, শ্রমিক আয় ও উন্নতি বৃদ্ধি পায়। আয়ের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য হ্রাস পায়। Wealth income এবং ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত আয়-উন্নতি কিছু মানুষের তুলনামূলক বেশি থাকে, যা জীবনমানের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সুবিধাভোগী সন্তানাদি সাধারণ সন্তানাদির তুলনায় দ্রুত অগ্রসর হয়। বংশগতভাবে প্রাপ্ত এ সুযোগ-সুবিধার বেশি পার্থক্য সামাজিকভাবে মোটেও কাম্য নয়। তাই Inheritance tax প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অসম বণ্টন হ্রাস করা সম্ভব।

লেখক : উপ-উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি